তারিখ 17 JUN 2016
পৃঃ ২৪ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

প্রাথমিকে শিক্ষক সংকট

জরুরি ভিত্তিতে শূন্যপদে নিয়োগ দিন

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশে সিংহভাগ দরিদ্র মানুষের সন্তানদের লেখাপড়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারের সিদ্ধান্তে এরই মধ্যে রেজিস্টার্ড বেসরকারি অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের স্বার্থেই নেওয়া হয়েছে এই গণমুখী সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষাব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা। সহকারী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকসহ ৬৩ হাজার শিক্ষকের পদ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খালি রয়েছে। এর মধ্যে শুধু রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নিবন্ধনভুক্ত শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগের পরও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট থেকে যাবে। অন্যদিকে প্রতিদিন যে ২০০ শিক্ষক অবসরে যাচ্ছেন, তাঁদের পদের বিপরীতেও নিয়োগ হচ্ছে না। শিক্ষক সংকট থাকা মানেই বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত হওয়া। শিক্ষার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যা বড় ধরনের অন্তরায়।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন ৪৩ হাজারেরও বেশি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা ২০ হাজার। বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের দিয়ে আপাতত কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতে বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটছে। ওদিকে ২০০৯ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক এবং ২০১৪ সাল থেকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে আদালতে একটি রিট আবেদনের কারণে। ২০০৯ সালের সহকারী শিক্ষকদের করা একটি রিটের কারণে দীর্ঘদিন পদোন্নতি বন্ধ ছিল। গত বছর রিটের নিষ্পত্তি হওয়ার পরও পদোন্নতি হয়নি আরেকটি রিটের কারণে। অন্যদিকে পদোন্নতি আটকে আছে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ নিয়ে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের করা আরেকটি রিটের কারণে। এরই মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার পর নিয়োগপ্রক্রিয়া চলে গেছে সরকারি কর্মকমিশনের দায়িত্বে। গত মার্চে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ চেয়ে চাহিদাপত্র দিলেও নিয়োগপ্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে দ্রুত নিয়োগ না দিলে সংকট আরো বাড়বে। শিশুদের লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হবে। যেসব বাধার কারণে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে, তা দূর করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের অবিলম্বে নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষক প্যানেল তৈরির জন্য নতুন করে পরীক্ষা নিতে হবে। সরকার সরাসরি নিয়োগের পথেও যেতে পারে। সংকট সমাধানে দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা আশা করব, সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট দূর করতে উদ্যোগী হবে। জরুরি ভিত্তিতে শূন্যপদে নিয়োগের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করাই হবে সরকারের প্রধান কাজ।